নিশিকুটুম্ব

কোঁ করে ককাতে ককাতে সামনের বাড়ির দরজাটা খুলে গেল। একসঙ্গে পুরোটা নয়, একটু একটু করে। দারুণ অনিচ্ছা সত্ত্বে; ধাতব কণ্ঠের প্রতিবাদ জানিয়ে। রাস্তার উল্টো দিকে ফুটপাথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে সেইদিকে চেয়েছিল ভগীরথ। দেখলো শ্যামলা রঙের দোহারা চেহারা ছোকরা মত একটা লোক দরজায় দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। একটু যেন শঙ্কিত ভাব লোকটার। রাস্তার আলোয় লোকটার মুখখানা পরিষ্কার দেখতে পেলো ভগীরথ। সরু এক চিলতে গোঁফ, কাঁধ অবধি চুল, বেশ হিরোমার্কা সাজপোশাক। তবে সেইক্ষণে তার সে সাজপোশাক চুল গোঁফ সব কেমন বেমানান দেখাচ্ছিল। চোরবিড়ালের মত মুখ করে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে সাঁৎ করে রাস্তায় নেমে গট্‌গট্‌ করে চলতে শুরু করে দিলো লোকটা। চকিতে সচকিত হয়ে উঠলো ভগীরথ। সারা গায়ে অদ্ভুত একটা শিহরন অনুভব করলো সে ----।

গতকাল ভোর রাত্তিরে দুখানা বাসি রুটি খেয়ে কাজে বেরিয়েছিল ভগীরথ। কাজ করতে নয়, কাজ খুঁজতে। মাসখানেক ধরে হন্যে হয়ে দোরে দোরে ঘুরেছে একটা যে কোনও রকম চাকরির খোঁজে। কোথাও তার হিল্লে হয়নি। প্রায় তিন বছর শহরের আটাকলে কাজ করার পর হঠাৎ এই দুর্বিপাক। পেষা আটা থেকে ঝড়তিপড়তি কিছু সরিয়ে রাখতো ভগীরথ। আটাকলের বাঁধা রেওয়াজ সেটা। তা নাহলে ওই ষাট টাকা মাইনেতে বৌ-বাচ্চা নিয়ে ঘর ভাড়া করে থাকতে হত না তাকে। মাইনের টাকা তো ঘর ভাড়া আর এদিক ওদিক উপরি খরচেই কাবার হয়ে যেতো ঘরে আনতে না আনতে। ওই পড়ে পাওয়া আটাটুকুতেই পেট চলতো ।

ওই এলাকার ওটাই একমাত্র আটাকল। খদ্দের হত মন্দ নয়। সকাল থেকে রাত্তির অবধি আটাকল চলছে তো চলছেই। সবকটা থলে

থেকে দু'চারমুঠো করে সরালেই বস্তা ভরে যায়। বউ ভামিনী আর তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখেই ছিল সে এতকাল। হঠাৎ একদিন মালিকের ছেলেটা এক কথায় তাড়িয়ে দিলো চুরির অপবাদ দিয়ে। বুড়ো মালিকের হাতে পায়ে ধরে কত নাকে খত কানমলা - কিছুতেই কিছু হল না। তারপর থেকে এই এক চাকরি হয়েছে ভগীরথের, সারাদিন হন্যে হয়ে চাকরি খোঁজা।

শহরময় চষে বেড়িয়েছে, কিন্তু এই এক মাস ধরে ঘুরে মরাই সার হয়েছে তার ----। গরীবের ঘরে কতই বা সঞ্চয় থাকে ! আটাকল থেকে পাওয়া আটা খেয়েদেয়ে যা বাঁচতো কিছু কিছু গোপনে বিক্রী করে দিয়ে যে কটা টাকা হত তা থেকে সামান্যই উদ্বৃত্ত ছিল। সে সব এক মাসের মধ্যে খেয়েদেয়ে সাবাড় হয়ে গেল। কাল সারাদিন পর খিন্ন মনে ক্লান্ত দেহে ঘরের দাওয়ায় এসে পা ছড়িয়ে বসে ডাক দিয়েছিল বউ ভামিনীকে।

আগে যখন চাকরি ছিল, বাড়ি ফিরতেই তড়িঘড়ি চায়ের গেলাস নিয়ে সামনে দাঁড়াতো ভামিনী। গেলাস হাতে ধরিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রুটি বানাতে বসে যেতো চটপট। রুটি তরকারী, কুঁচো পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা আর শেষ পাতে এক ডেলা আখের গুড়। ছেলেমেয়েগুলো চারপাশে বসে বাপের খাওয়া দেখতো।

তাদের খাবারের ভাগ দিতে গেলে ভামিনী রান্নার জায়গা থেকে গলা বার করে বকুনি দিতো, "এই, বাবাকে একটু খেতে দিবি তো শান্তিতে বসে? খেটেখুটে এলো মানুষটা।" বলতো, "তুমি নিজে খাও দিকি। ওদের কি আর খাওয়ার কামাই আছে ! সারাদিন ওই এক কম্মই তো জানে।"

আহা, কত ন্যাকামিই না করতো ভামিনী, যেন ভগীরথের সুখ-শান্তি-আরাম নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই তার। লোক-দেখানো আদিখ্যেতা সব। যতদিন টাকা যোগাতে পারে ততদিনই দাম পুরুষমানুষের। চাকরি যেতেই ভামিনী অন্য মূর্তি ধরলো। যেন পারলে চিবিয়ে খায় ভগীরথকে। সেটা নেহাতই পেরে ওঠে না বলে বাচ্চাগুলোর ওপর যত রাগ ঝাল ঝাড়ে। তাও ঠিক ভগীরথের সামনে। সবকিছু মুখ বুজে সয়ে এসেছে ভগীরথ। আর পাগলের মত ছুটে বেরিয়েছে হা চাকরি হা চাকরি করে।

কাল সারাটা দিন নিষ্ফল ঘোরাঘুরি করে মুখ কালো করে বাড়ি ফিরেছিল। দাওয়ায় বসে মরা গলায় ডাক দিয়েছিল ভামিনীকে। নেহাতই অভ্যাসবশে বউয়ের নামটা বেরিয়ে গেছিল মুখ থেকে তার। তা নাহলে সকালে বউয়ের যে রণচণ্ডী মূর্তি দেখে গেছে, সাধ করে তাকে ঘাঁটাতে যাবে কেন ভগীরথ ! মাত্র একবার ভামিনী বলে ডেকে ওঠার অপেক্ষা কেবল। ভামিনী তড়িৎ বেগে থালা হাতে বেরিয়ে এসে ঠকাস করে ভগীরথের সামনে থালাখানা নামিয়ে দিয়ে ছুটে ঘরে ঢুকে চিল চিৎকার জুড়ে দিলো। ভামিনীর চিৎকার গালিগালাজ কানে ঢোকেনি ভগীরথের। সে স্তব্ধ চোখে সামনে রাখা থালার দিকে চেয়ে ঠায় বসে রইলো। তারপর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে কোন রকমে উঠে টলতে টলতে রাস্তায় নামলো সেই ভর সন্ধ্যের ছেঁড়া ছেঁড়া অন্ধকার মাথায় করে।

হাঁটতে হাঁটতে কখন যেন ক্লান্ত হয়ে রাস্তার ধারে শুয়ে পড়েছিল। একসময় ঘুমিয়েও পড়েছিল কখন। ভোরের আলো ফুটতেই ঘুম ভেঙে গেল তার। রাস্তার কল থেকে আঁজলা ভরে জল খেয়ে আবার হাঁটতে শুরু করে দিলো। তবে আজকের চলার গতি নেই তেমন। পেটের আগুন যতই চনচন করে উঠছে, মাথার আগুন যেন ততই নিভে আসছে। কাল ভেবেছিল এ জীবনে আর বউয়ের ছায়া মাড়াবে না কোনদিন। কোনদিন বাড়ির ধারে কাছেই আর ফিরে যাবে না সে। আজ ভগীরথের চিন্তাধারা পাল্টে গেছে।

ভামিনীর রুক্ষ শীর্ণ মুখখানা মনে করে বুকের মাঝে আনচান করে ওঠে তার। আহা, কতদিন নিজের পেট কেটে ওর সামনে খাবার ধরে দিয়েছে, খুঁজেপেতে কিছু না কিছু খাইয়েছে বাচ্চাগুলোকে। মানুষের দেহ, কত আর সহ্য হয়। ভগীরথ যে পাগলের মত মাথা কুটে মরছে রোজগারের ফিকিরে, তা কি আর জানে না ভামিনী ! তবু নিঃসীম নিরাশায়, দুশ্চিন্তায়, বুভুক্ষায় বুদ্ধি বিবেচনা হারিয়ে ফেলে শ্রান্ত ক্ষুধার্ত স্বামীকে থালা ভরে ভাত নয়, এমন কি উনুনকাড়া ছাইও নয়, কোথা থেকে একরাশ পচা, দুর্গন্ধময় আবর্জনা তুলে এনে দিয়েছিল। অপমানের জ্বালায় এক বস্ত্রে, সেই দণ্ডে গৃহত্যাগী হয়েছে ভগীরথ।

কিন্তু এখন আর সে জ্বালার তেমন দহন নেই। ছোট্ট সেই ঘরখানা,

ভামিনী আর ছেলেমেয়েগুলোর শুকনো মুখ মনে করে মন কেমন করে ভগীরথের। অথচ খালি হাতে এ ভাবে ফিরে গেলেই কি কোন সুরাহা হবে তাদের? সকালে দুখানা শুকনো রুটি খেয়ে সারাদিন নিষ্ফল হাঁটাহাঁটি করে কেটেছে একটা মাস। এখন আর শুকনো রুটিরও সামর্থ্য নেই তার । বউ বাচ্চা নিয়ে ডাহা উপোস দিয়ে মরতে হবে এবার ----।

সাদা বাড়িটার উল্টো দিকে ফুটপাথের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে এই সবই চিন্তা করছিল ভগীরথ। সকাল থেকে সেই যে হাঁটছে তো হাঁটছেই। মাঝে মাঝে রাস্তার ধার থেকে কলের জল খেয়েছে আঁজলা ভরে। এ ছাড়া পেটে একটি দানাও পড়েনি তার। আর হাঁটার মত বল নেই ভগীরথের শরীরে কিংবা মনে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ভগীরথ এই সব অগ্রপশ্চাৎ ভাবছিল, এমন সময় কোঁ করে ককাতে ককাতে সামনের বাড়ির দরজা খুলে গেল আর এক চিলতে গোঁফ আর লম্বা চুলওলা ছোকরা মত একটা লোক সন্দিগ্ধ ভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে সাঁৎ করে বেরিয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে ভগীরথ যেন অন্য মানুষ। পথ চলার ক্লান্তি, অনাহারজনিত দুর্বলতা সবকিছু ঝেড়ে ফেলে চাবুক-খাওয়া ঘোড়ার মত সতেজ সজাগ হয়ে উঠলো সে। সামনের বাড়ির আধখোলা দরজাটা যেন সম্মোহনী শক্তি দিয়ে টানছে ভগীরথকে ----।

ভগীরথ ফুটপাথ ধরে বেশ কয়েক পা এগিয়ে গেল। তারপর রাস্তা পার হয়ে অন্যদিকের ফুটপাথে এসে আবার উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করলো। সাদা বাড়িটার সামনে এসে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লো। ভিতরে ঢুকে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চারিদিকে দৃষ্টি চালিয়ে দিলো ভগীরথ। বেশ বড়, সাজানো-গোছানো ঘর। বাবুদের বৈঠকখানা জাতীয়। গদি-আঁটা চেয়ার চারদিকে, কাঁচ বসানো দেয়াল-আলমারি ভর্তি রকমারি জিনিসপত্র। সুন্দর সুন্দর খেলনা, দেব দেবীর মূর্তি, কারুকার্য-করা ছোট মাপের ডিবে ও আরও কত কি। ঝকঝকে পিতলের মূর্তি, পিতলের পিলসুজ, ময়ূর, রাজহাঁস। পিতলের দাম আছে বাজারে। ভগীরথ গুনে দেখলো সবসুদ্ধু আটটা পিতলের জিনিস আছে আলমারিতে। টেবিলের উপর রাখা পিতলের ফুলদানি দু'টো নিয়ে দশটা। এই দশটা সামগ্রী বেচে বেশ কিছুদিন চালিয়ে দিতে পারবে ভগীরথ। নতুন চাকরি না পাওয়া অবধি ভামিনী আর ছেলেপুলে নিয়ে খেয়ে পরে থাকতে পারবে অনায়াসে। তদ্দিনে কোথাও না কোথাও রুজি রোজগারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে কোন না কোন ভাবে।

কাঁধের গামছাখানা মাটিতে বিছিয়ে ফুলদানি দুটো তার উপর রেখে আলমারির কাছে এগিয়ে গেল ভগীরথ। ছোট্ট একটা তালা ঝুলছে। হাত দিতেই খুলে গেল সেটা। আসলে খোলাই ছিল তালাটা। সুন্দর ঝকঝকে বাহারে তালা, ঠিক এতটুকুন। এত ছোট আর এত সুন্দর তালা জন্মেও দেখেনি ভগীরথ। দেখন-সর্বস্ব তালা। ঘর সাজানোর সামগ্রী। তালাটাও নিয়ে যাবে ভামিনীকে দেখাতে। বড়লোক বাবুদের বুদ্ধির বহর দেখাবে তাকে। আলমারি ভরা জিনিস সাজিয়ে তালা দিয়ে রেখেছে, তা সে তালাটাও সাজানোর জন্যেই শুধু। দেখন-সর্বস্ব। নিঃশব্দে খানিক হেসে নিলো ভগীরথ সেই সাদা বাড়ির বৈঠকখানায় দাঁড়িয়ে। তারপর সন্তর্পণে আলমারি থেকে জিনিসগুলো বার করে গামছার উপর রাখলো। মায় তালাখানা সুদ্ধু।

পোঁটলাটা মনঃপূত হল না ভগীরথের। অতি ব্যবহারে ক্ষয়ে ন্যাতা হয়ে গেছে গামছা। তার মধ্যে পিতলের জিনিসগুলো যেন ছিঁড়ে বেড়িয়ে আসবে। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি খেললো। জিনিসগুলো মাটিতে রেখে গামছা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো ভগীরথ, তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে একটানে নিজের পরনের ধুতিখানা খুলে নিয়ে চটপট গামছাটাকে কোমরে জড়ালো। আচ্ছাদন হিসেবে এমন কিছু আহামরি নয়। তবে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে রাতভর তেমন পা চালিয়ে চললে আলো ফোটার আগেই বাড়ি পৌঁছে যাবে ভগীরথ। হ্যাঁ, এখান থেকে বেরিয়েই একেবারে ঘোড়া ছুটিয়ে দেবে সে। আহা, কতদিন পেটপুরে খেতে পায় না তারা। ছেলেমেয়েগুলো দিনদিন শুকিয়ে যাচ্ছে। ভামিনীরও আগের সেই জলুস আর নেই। যাক, আর চিন্তা নেই। যত আধি-ব্যাধি-গ্রহ সব কেটে যাবে এবার। কাল সকালেই বাড়ি পৌঁছে যাবে সে ----।

পুঁটলিটা হাতে নিয়ে দরজার কাছে এসে আবার থামলো ভগীরথ। ছোট বড় মিলিয়ে দশটা পিতলের জিনিস হাতে রয়েছে তার। বিক্রী করে দাম পাওয়া যাবে কিছু। তবে বিক্রী করা সময়সাপেক্ষ। কাল সকালে বাড়ি পৌঁছে সঙ্গে সঙ্গে ভামিনীর হাতে নোটের তাড়া গুঁজে দিতে পারবে না। ভামিনী আর বাচ্চাগুলো ক'দিন ধরে ঝাড়া উপোস দিয়ে আছে। তক্ষুনি ওদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হবে না। মালগুলো বেচাকেনার জন্যে ব্যাপারীর সুলুক-সন্ধান বার করতে হবে আগে। তার চেয়ে যদি নগদ কিছু জোগাড় করতে পারতো ! ভগীরথ উৎসুক চোখে পাশের ঘরে উঁকি

মারে। ভারী পর্দার ওপাশে অন্ধকারে দেখা যায় না কিছু। ও ঘরখানা বোধ হয় শোবার ঘর। বসার ঘরে দামী দামী জিনিসপত্তর সাজিয়ে রেখেছে যখন, শোবার ঘরেও কি কিছু নেই? নগদ টাকা, গয়নাপত্তর?

পর্দা সরিয়ে নিঃসাড়ে পাশের ঘরে ঢোকে ভগীরথ। কান পেতে শোনে। নাঃ, মানুষজনের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। নিঃশ্বাসের শব্দটুকু পর্যন্ত শোনা যায় না। দেয়ালে হাত বোলাতে বোলাতে সুইচের নাগালে পৌঁছে সুইচ টিপতে যাবে, এমন সময় পাশের ঘরের দরজা খোলার আওয়াজ হল। মচ্ মচ্ করে কয়েক জোড়া জুতো-পরা পা হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে পাশের ঘরে। গদি-আঁটা চেয়ারে বসলো কারা। কথাবার্তা বলছে। দু'তিনজনের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তিনজন। ভগীরথ নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেয়ালের সঙ্গে সাঁটিয়ে দিলো নিজেকে।

পাশের ঘরে হঠাৎ উত্তেজিত গলায় একজন বলে উঠলো, "আরে, এটা কি জিনিস?"

টুং টাং ঠনাস করে মাটির উপর ধাতব আওয়াজ।

"এগুলো পোঁটলার মধ্যে কেন? এর মানে কি?"

"মামাবাবু ! মামাবাবু !"

ভগীরথ অন্ধকারে পালাবার পথ হাতড়াতে থাকে। দেয়ালের গায়ে আর একটা কি দরজা নেই কোথাও?

"মামাবাবু ----" ভারী পর্দার ওপাশে ডাক শোনা যায়।

দিশেহারা ভগীরথ হঠাৎ হুড়মুড় করে টেবিলসমেত পড়ে যায়, টেবিলে রাখা পিতলের প্রকাণ্ড টেবিলল্যাম্প আর চায়ের সরঞ্জামের ট্রে ঘাড়ে করে।

"মামাবাবু ----! মামাবাবু ----!"

"চোর ! চোর !" "ধর ! ধর!" রবে একসঙ্গে অনেক লোকজন ঢুকে পড়ে।

বিজলী বাতির জোরালো আলোয় নিমেষে অন্ধকার অদৃশ্য হয়ে খটখটে দিন ফুটে ওঠে।

অনেকগুলো কণ্ঠ একসঙ্গে আর্তনাদ তোলে, "মামাবাবু ----!"

ভগীরথ বেশ জোরে পড়েছিল। টেবিল উল্টোনোর সঙ্গে সঙ্গে পিতলের ভারী ল্যাম্পটা ছিটকে ওর মাথায় পড়ে। পাশেই মানিপ্ল্যান্টের টব ছিল। সেটাও বেকায়দায় উল্টে পড়েছে একেবারে ওর গায়ের উপর। তবু শারীরিক বেদনা থেকে ঘটনাপরম্পরাই বেশী কাবু করেছে তাকে। সেইখানে মাটিতে পড়ে টেবিল-টব-মানিপ্ল্যান্টের লতাপাতা পরিবৃত হয়ে গামছা পরা ভগীরথ ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলো ম্যালেরিয়ার রুগীর মত। ওঠার চেষ্টামাত্র না করে। কাঁপতে কাঁপতে জুলজুল করে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলো।

প্রকাণ্ড পালঙ্কে মোটাসোটা মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক শুয়ে আছেন। পরনের ধুতি গেঞ্জি, বিছানার চাদর তোশক রক্তে মাখামাখি। বুকের কাছে আমূল বেঁধানো ছোরার বাঁটটা দেখা যাচ্ছে কেবল।

"উঃ, আমাদের একি সর্বনাশ হ'ল। মামাবাবু, মামাবাবু গো----", চিলতে গোঁফ আর লম্বা চুলওলা হিরোমার্কা সাজপোশাক পরা ছোকরা মত লোকটা গলা ছেড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

মুহূর্তের মধ্যে চারদিকে শোরগোল পড়ে গেল। হঠাৎ ভোজবাজির মত কাতারে কাতারে লোক জমে গেল বাড়ির চারিধারে। ঘরের মধ্যে পিল পিল করে লোক ঢুকছে। ভগীরথের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারলো কেউ। ষণ্ডামার্কা গোছের ক'জন লোক ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

পর্দা সরিয়ে ওঘর থেকে গলা বার করে কেউ বললো, "পুলিস আসছে। লোকটা যেন পালিয়ে না যায়।"

ভগীরথ চোখ পিট্ পিট্ করতে করতে উঠে দাঁড়ালো।